শান্তিনিকেতন

খৃষ্ট

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

প্রণীত

ও

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত

ভূমিকা সম্বলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য ছয় আনা

প্রকাশক
শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

———:o:———

বাউলসম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "তোমরা সকলের ঘরে খাও না?" সে কহিল, "না" কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল "যাহারা আমাদের স্বীকার করে না আমরা তাহাদের ঘরে খাই না" আমি কহিলাম "তারা স্বীকার না করে নাই করিল, তোমরা স্বীকার করিবে না কেন?" সে লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরল ভাবে কহিল "তা বটে, ঐ জায়গাটাতে আমাদের একটু প্যাঁচ আছে"

আমাদের সমাজে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া কোথায় আমরা অন্ন গ্রহণ করিব আর

কোথায় করিব না তাহারই কৃত্রিম গণ্ডিরেখাদ্বারা আমরা সমস্ত পৃথিবীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এমন কি, যে সকল মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী, তাঁহাদিগকেও এইরূপ কোনো না কোনো একটা নিষিদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পর করিয়া রাখিয়াছি তাঁহাদের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিব না বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছি। সমস্ত জগৎকে অন্ন বিতরণের ভার দিয়া বিধাতা যাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমরা স্পর্দ্ধার সঙ্গে তাঁহাদিগকেও জাতে ঠেলিয়াছি

মহাত্মা যিশুর প্রতি আমরা অনেক দিন এইরূপ একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু এজন্য একলা আমাদিগকেই দায়ী করা চলে না। আমাদের খৃষ্টের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খৃষ্টান মিশনরিদের নিকট হইতে খৃষ্টকে তাঁহারা খৃষ্টানি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন এ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মমতের দ্বারা আমাদের ধর্ম্ম-সংস্কারকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমরা লড়াই করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকি।

লড়াইয়ের অবস্থায় মানুষ বিচার করে না। সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খৃষ্টানকে আঘাত করিতে গিয়া

খৃষ্টকেও আঘাত করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা জগতের মহাপুরুষ, শত্রু কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত করা আত্মঘাতেরই নামান্তর। বস্তুত শত্রুর প্রতি রাগ করিয়া আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে খর্ব্ব করিয়াছি—আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছি

সকলেই জানেন ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমাদের সমাজে একটা সঙ্কটের দিন উপস্থিত হইয়াছিল তখন সমস্ত সমাজ টলমল, শিক্ষিতের মন আন্দোলিত। ভারতবর্ষে পূজার্চ্চনা সমস্তই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুর খেলামাত্র, এদেশে ধর্ম্মের কোনো উচ্চ আদর্শ, ঈশ্বরের কোনো সত্য উপলব্ধি কোনো কালে ছিল না এই বিশ্বাসে তখন আমরা নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম এইরূপে হিন্দুসমাজের কূল যখন ভাঙিতেছিল, শিক্ষিতদের মন যখন ভিতরে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের দিক হইতে ধসিয়া পড়িতেছিল—স্বদেশের প্রতি অন্তরের অশ্রদ্ধা যখন বাহিরের আক্রমণের সম্মুখে আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছিল সেই সময়ে খৃষ্টান মিশনরি আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার প্রভাব এখনো আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

কিন্তু সেই সঙ্কট আজ আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘোরতর দুর্য্যোগের সময় রামমোহন রায় বাহিরের

আবর্জ্জনা ভেদ করিয়া আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ সংশয়াকুল স্বদেশবাসীর নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। এখন ধর্ম্মসাধনায় আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির দিন ঘুচিয়াছে। এখন হিন্দুধর্ম্ম কেবলমাত্র কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী এবং বাহ্য আচাররূপে আমাদের নিকট প্রকাশমান নহে এখন আমরা নির্ভয়ে সকল ধর্ম্মের মহাপুরুষদের মহাবাণী-সকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈতৃক ঐশ্বর্য্যকে বৈচিত্র্য-দান করিতে পারি

কিন্তু দুর্গতির দিনে মানুষ যখন দুর্ব্বল থাকে তখন সে একদিকের আতিশয্য হইতে রক্ষা পাইলে আর একদিকের আতিশয্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের জ্বরে মানুষের দেহের তাপ যখন উপরে চড়ে তখনো ভয় লাগাইয়া দেয় আবার যখন নীচে নামিতে থাকে তখনো সে ভয়ানক। আমাদের দেশের বর্ত্তমান বিপদ আমাদের পূর্ব্বতন বিপদের উল্টাদিকে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছে

আমাদের দেশের মহত্ত্বের মূর্ত্তিটি প্রকাশ করিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিবার বাধা আমাদের শক্তির জীর্ণতা। আমাদের অধিকার পাকা হইল না কিন্তু আমাদের অহঙ্কার বাড়িল। পূর্ব্বে এক দিন ছিল যখন আমরা কেবল সংস্কারবশতঃ আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের সমস্ত বিকার-গুলিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। এখন অহঙ্কারবশতই সমস্ত বিকৃতিকে

জোর করিয়া স্বীকার করাকে আমরা বলিষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি ঘরে ঝাঁট দিব না, কোনো আবর্জ্জনাকেই বাহিরে ফেলিব না, যেখানে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই গায়ে মাখিয়া লইব, ধূলামাটির সঙ্গে মণিমাণিক্যকে নির্ব্বিচারে একত্রে রক্ষা করাকেই সমন্বয়-নীতি বলিয়া গণ্য করিব এই দশা আমাদের ঘটিয়াছে। ইহা বস্তুত তামসিকতা নির্জ্জীবতাই যেখানে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই সমান মূল্যে রক্ষা করে তাহার কাছে ভালও যেমন, মন্দও তেমন, ভুলও যেমন, সত্যও তেমনি। জীবনের ধর্ম্মই নির্ব্বাচনের ধর্ম্ম। তাহার কাছে নানা পদার্থের মূল্যের তারতম্য আছেই। সেই অনুসারে সে গ্রহণ করে ত্যাগ করে। এবং যাহা তাহার পক্ষে যথার্থ শ্রেয় তাহাকেই সে গ্রহণ করে এবং বিপরীতকেই বর্জ্জন করিয়া থাকে।

পশ্চিমের আঘাত খাইয়া আমাদের দেশে যে জাগরণ ঘটিয়াছে তাহা মুখ্যতঃ জ্ঞানের দিকে। এই জাগরণের প্রথম অবস্থায় আমরা নিজের সম্বন্ধে বার বার ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে আমরা জ্ঞানে যাহা বুঝি ব্যবহারে তাহার উল্টা করি। ইহাতে ক্রমে যখন আত্মধিক্কারের সূত্রপাত হইল তখন নিজের বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্য সাধনের অতি সহজ উপায় বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের

যাহা কিছু আছে সমস্তই ভাল তাহার কিছুই বর্জ্জনীয় নহে ইহাই প্রমাণ করিতে বসিয়াছি।

একদিকে আমরা জাগিয়াছি। সত্য আমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি কিন্তু দ্বার খুলিয়া দিতেছি না—সাড়া দিতেছি কিন্তু পাদ্য-অর্ঘ্য আনিয়া দিতেছি না। ইহাতে আমাদের অপরাধ প্রতিদিন কেবল বাড়িয়া চলিতেছে কিন্তু সেই অপরাধকে ঔদ্ধত্যের সহিত অস্বীকার করিবার যে অপরাধ সে আরও গুরুতর। লোকভয়ে এবং অভ্যাসের আলস্যে সত্যকে আমরা যদি দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া লজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি হইত না—কিন্তু তুমি সত্য নও যাহা অসত্য তাহাই সত্য ইহাই প্রাণপণ শক্তিতে প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তির কুহক বিস্তার করার মত এত বড় অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা ঘরের পুরাতন জঞ্জালকে বাঁচাইতে গিয়া সত্যকে বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

এই চেষ্টার মধ্যে যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় তাহা মূলতঃ চরিত্রের দুর্ব্বলতা। চরিত্র অসাড় হইয়া আছে বলিয়াই আমরা কাজের দিকটাতে আপনাকে ও সকলকে ফাঁকি দিতে উদ্যত। যে সকল আচার বিচার বিশ্বাস পূজাপদ্ধতি আমাদের দেশের শতসহস্র নরনারীকে

জড়তা মূঢ়তা ও নানা দুঃখে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, যাহা আমাদিগকে কেবলি ছোট করিতেছে, ব্যর্থ করিতেছে, বিচ্ছিন্ন করিতেছে, জগতে আমাদিগকে সকলের কাছে অপমানিত ও সকল আক্রমণে পরাভূত করিতেছে, কোনোমতেই আমরা সাহস করিয়া স্পষ্ট করিয়া তাহাদের অকল্যাণরূপ দেখিতে এবং ঘোষণা করিতে চাহি না ;—নিজের বুদ্ধির চোখে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ধূলা ছড়াইয়া নিশ্চেষ্টতার পথে স্পর্দ্ধা করিয়া পদচারণ করিতে চাই। ধর্ম্মবুদ্ধি চরিত্রবল যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই সকল বিড়ম্বনা-সৃষ্টিকে প্রবল পৌরুষের সহিত অবজ্ঞা করে মানুষের যে সকল দুঃখ দুর্গতি সম্মুখে স্পষ্ট বিদ্যমান তাহাকে সে হৃদয়হীন ভাবুকতার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে মনোরম করিয়া তোলার অধ্যবসায়কে কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারে না।

ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা যাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতেছে না। আমাদের মনুষ্যত্বকে সমগ্রভাবে উদ্বোধিত করিয়া তোলার অভাবে আমরা নির্ভীক পৌরুষের সহিত পূর্ণ শক্তিতে জীবনকে মঙ্গলের সরল পথে প্রবাহিত করিতে পারিতেছি না।

এই দুর্গতির দিনে সেই মহাপুরুষেরাই আমাদের সহায় যাঁহারা কোনো কারণেই কোনো প্রলোভনেই

আপনাকে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিতে চান নাই,—যাঁহারা প্রবল বলে মিথ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াও সত্যকে যাঁহারা নিজের জীবন দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত চিন্তা করিয়া সমস্ত কৃত্রিমতা, কুটিল তর্ক ও প্রাণহীন বাহ্য আচারের জটিল বেষ্টন হইতে চিত্ত মুক্তিলাভ করিয়া রক্ষা পায়।

যিশুর চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা সত্যকে অত্যন্ত সরল করিয়া সমস্ত জীবনের সামগ্রী করিয়া দেখেন—তাঁহারা কোনো নূতন পন্থ, কোনো বাহ্য প্রণালী, কোনো অদ্ভুত মত প্রচার করেন না। তাঁহারা অত্যন্ত সহজ কথা বলিবার জন্য আসেন—তাঁহারা পিতাকে পিতা বলিতে ও ভাইকে ভাই ডাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এই অত্যন্ত সরল বাক্যটি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়া যান যে, যাহা অন্তরের সামগ্রী তাহাকে বাহিরের আয়োজনে পুঞ্জীকৃত করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র তাঁহারা মনকে জাগাইতে বলেন, তাঁহারা দৃষ্টিকে সবল করিয়া সম্মুখে লক্ষ্য করিতে বলেন, অন্ধ অভ্যাসকে তাঁহারা সত্যের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা কোনো অপরূপ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনেন না কেবল তাঁহাদের দীপ্ত নেত্রের দৃষ্টিপাতে

আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁহারা সেই চিরকালের আলোক নিক্ষেপ করেন যাহার আঘাতে আমাদের দুর্ব্বিষ জড়তার সমস্ত ব্যর্থ জাল-বুনানীর মধ্য হইতে আমরা লজ্জিত হইয়া জাগিয়া উঠি।

জাগিয়া উঠিয়া আমরা কি দেখি? আমরা মানুষকে দেখিতে পাই। আমরা নিজের সত্য মূর্ত্তি সম্মুখে দেখি। মানুষ যে কত বড় সে কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিয়া থাকি;—স্বরচিত ও সমাজরচিত শত শত বাধা আমাদিগকে চারিদিক হইতে ছোট করিয়া রাখিয়াছে, আমরা আমাদের সমস্তটা দেখিতে পাই না যাঁহারা আপনার দেবতাকে ক্ষুদ্র করেন নাই, পূজাকে কৃত্রিম করেন নাই, লোকাচারের দাসত্ব-চিহ্ন ধূলায় ফেলিয়া দিয়া যাঁহারা আপনাকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহারা মানুষের কাছে মানুষকে বড় করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে মুক্তি দেওয়া। মুক্তি স্বর্গ নহে, সুখ নহে, মুক্তি অধিকারবিস্তার, মুক্তি ভূমাকে উপলব্ধি।

সেই মুক্তির আহ্বান বহন করিয়া নিত্যকালের রাজপথে ঐ দেখ কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে অনাদর করিয়ো না, আঘাত করিয়ো না, তুমি আমাদের কেহ নও বলিয়া আপনাকে হীন করিয়ো না, তুমি আমাদের জাতির নও বলিয়া আপনার জাতিকে লজ্জা দিয়ো না।

সমস্ত জড় সংস্কারজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আইস, ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম কর, বল তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ, তোমার মধ্যে আমরা আপনাকে সত্য-ভাবে লাভ করিতেছি

যে সময়ে কোনো দেশে কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে সময়কে আমরা তাঁহার আবির্ভাবের অনুকূল সময় বলিয়া গণ্য করি এ কথা একদিক হইতে সত্য হইলেও এ সম্বন্ধে আমাদের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে সাধারণত যে লক্ষণগুলিকে আমরা অনুকূল বলিয়া মনে করি তাহার বিপরীতকেই প্রতিকূল বলিয়া গণ্য করা চলে না। অভাব অত্যন্ত কঠোর হইলে মানুষের লাভের চেষ্টা অত্যন্ত জাগ্রত হয়। অতএব একান্ত অভাবকেই লাভসম্ভাবনার প্রতিকূল বলা যাইতে পারে না বাতাস যখন অত্যন্ত স্থির হয় তখনই ঝড়কে আমরা আসন্ন বলিয়া থাকি। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি প্রতিকূলতা যেমন আনুকূল্য করে এমন আর কিছুতেই নহে যিশুর জন্ম-গ্রহণকালের প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা এই সত্যটির প্রমাণ পাইব।

মানুষের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য যখন চোখে দেখিতে পাই তখন আমাদের মনের উপর তাহার প্রভাব যে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠে তাহা বর্ত্তমান যুগে আমরা

স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সে আপনার চেয়ে বড় যেন আর কাহাকেও স্বীকার করিতে চায় না। মানুষ এই ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া কেহ বা ভিক্ষা-বৃত্তি, কেহ বা দাস্যবৃত্তি, কেহ বা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেয়, এক মুহূর্ত্ত অবকাশ পায় না।

যিশু যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন রোম-সাম্রাজ্যের প্রতাপ অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছিল যে কেহ যেদিকে চোখ মেলিত এই সাম্রাজ্যেরই গৌরব-চূড়া সকল দিক হইতেই চোখে পড়িতে থাকিত; ইহারই আয়োজন উপকরণ সকলের চিত্তকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল। রোমের বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবল ও রাষ্ট্রীয় শক্তির মহাজালে যখন বিপুল সাম্রাজ্য চারিদিকে আবদ্ধ, সেই সময়ে সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে দরিদ্র ইহুদি মাতার গর্ভে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

তখন রোমসাম্রাজ্যে ঐশ্বর্য্যের যেমন প্রবল মূর্ত্তি, ইহুদি সমাজে লোকাচার ও শাস্ত্রশাসনেরও সেইরূপ প্রবল প্রভাব।

ইহুদিদের ধর্ম্ম স্বজাতির মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ তাহাদের ঈশ্বর জিহোভা বিশেষভাবে তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস। তাঁহার নিকট তাহারা কতকগুলি সত্যে বদ্ধ, এই সত্যগুলি বিধিরূপে তাহাদের

ভূমিকা

সংহিতায় লিখিত এই বিধি পালন করাই ঈশ্বরের আদেশ পালন

বিধির অচল গণ্ডির মধ্যে নিয়ত বাস করিতে গেলে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি কঠিন ও সঙ্কীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না কিন্তু ইহুদিদের সনাতন আচার-নিষ্পেষিত চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার উপায় ঘটিয়াছিল মাঝে মাঝে তাহাদের পাথরের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক একজন ঋষি আসিয়া দেখা দিতেন ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বহন করিয়াই তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের মৃতপত্র-মর্ম্মরকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অমৃতবাণী প্রচার করিতেন। এই ইসায়া জেরেমায়া প্রভৃতি ইহুদি ঋষিগণ পরম দুর্গতির দিনে আলোক জ্বালাইয়াছেন, তাঁহাদের তীব্র জ্বালাময় বাক্যের বজ্রবর্ষণে স্বজাতির বদ্ধ জীবনের বহুদিনসঞ্চিত কলুষরাশি দগ্ধ করিয়াছেন

শাস্ত্র ও আচারধর্ম্মের দ্বারাই ইহুদিদের সমস্ত জীবন নিয়মিত। যদিচ তাহারা সাহসিক যোদ্ধা ছিল তবু রাষ্ট্ররক্ষাব্যাপারে তাহাদের পটুত্ব প্রকাশ পায় নাই এই জন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিদেশী প্রতিবেশীদের হাতে তাহারা দুর্গতি লাভ করিয়াছিল

যিশুর জন্মের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ইহুদিদের সমাজে ঋষিঅভ্যুদয় বন্ধ ছিল কালের গতি প্রতিহত

করিয়া প্রাণের প্রবাহ অবরুদ্ধ করিয়া পুরাতনকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টায় তখন সকলে নিযুক্ত ছিল। বাহিরকে একেবারে বাহিরে ঠেকাইয়া সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া দেয়াল গাঁথিয়া তুলিবার দলই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, নবসঙ্কলিত তাল্‌মদ্‌ শাস্ত্রে বাহ্য আচারবন্ধনের আয়োজন পাকা হইল, এবং ধর্ম্ম-পালনের মূলে যে একটি মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীনতা তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।

জড়ত্বের চাপ যতই কঠোর হউক মনুষ্যত্বের বীজ একেবারে মরিতে চায় না অন্তরাত্মা যখন পীড়িত হইয়া উঠে, বাহিরে যখন সে কোনো আশার মূর্ত্তি দেখিতে পায় না, তখন তাহার অন্তর হইতেই আশ্বাসের বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে,—সেই বাণীকে সে হয়ত সম্পূর্ণ বোঝে না অথচ তাহাকে প্রচার করিতে থাকে এই সময়টাতে ইহুদিরা আপনাপনি বলাবলি করিতেছিল মর্ত্ত্যে পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল আসিতেছে। তাহারা মনে করিতেছিল তাহাদেরই দেবতা তাহাদের জাতিকেই এই স্বর্গরাজ্যের অধিকার দান করিবেন—ঈশ্বরের বরপুত্র ইহুদি জাতির সত্যযুগ পুনরায় আসন্ন হইয়াছে।

এই আসন্ন শুভ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এই ভাবটিও জাতির মধ্যে কাজ করিতেছিল। এই জন্য মরুস্থলীতে বসিয়া অভিষেকদাতা যোহন্ যখন ইহুদিদিগকে

অনুতাপের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও জর্ডনের তীর্থজলে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন তখন দলে দলে পুণ্যকামিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। ইহুদিরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া পৃথিবীতে আপনাদের অপমান ঘুচাইতে চাহিল, ধরাতলের রাজত্ব এবং সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার আশ্বাসে তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে যিশুও মর্ত্যলোকে ঈশ্বরের রাজ্যকে আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিলেন কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য যিনি স্থাপন করিতে আসিবেন তিনি কে? তিনি [redacted] রাজা, তাঁহাকে ত রাজপদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপ্রভাব না থাকিলে সর্ব্বত্র ধর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তন করিবে কি করিয়া? একবার কি মরুস্থলীতে মানবের মঙ্গল ধ্যান করিবার সময় যিশুর মনে এই দ্বিধা উপস্থিত [redacted] নাই? ক্ষণকালের জন্য কি তাঁহার মনে হয় নাই রাজপীঠের উপরে ধর্ম্মসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই তাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইতে পারে? কথিত আছে সয়তান তাঁহার সম্মুখে রাজ্যের প্রলোভন বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই প্রলোভনকে নিরস্ত করিয়া তিনি জয়ী হইয়াছিলেন এই প্রলোভনের কাহিনীকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। রোমের জয়পতাকা [redacted] রাজগৌরবে আকাশে আন্দোলিত

হইতেছিল এবং সমস্ত ইহুদি জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে নিবিষ্ট হইয়াছিল। এমন অবস্থায় সমস্ত জনসাধারণের সেই অন্তরের আন্দোলন যে তাঁহারও ধ্যানকে গভীরভাবে আঘাত করিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে এই সর্ব্বব্যাপী মায়া-জালকে ছেদন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সত্যরাজ্যকে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলেন। ধনমানের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না, মহাসাম্রাজ্যের দৃপ্ত প্রতাপের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না; বাহ্য উপকরণহীন দারিদ্র্যের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন এবং সমস্ত বিষয়ী লোকের সম্মুখে একটা অদ্ভুত কথা অসঙ্কোচে প্রচার করিলেন যে, যে নম্র পৃথিবীর অধিকার তাহারই। তিনি চরিত্রের দিক্ দিয়া এই যেমন একটা কথা বলিলেন, উপনিষদের ঋষিরা মানুষের মনের দিক দিয়া ঠিক এই প্রকারই অদ্ভুত একটা কথা বলিয়াছেন— "যাহারা স্থির তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে" "ধীরাঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।"

যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, এবং যাহা সর্ব্বজনের চিত্তকে অভিভূত করিয়া বর্ত্তমান, তাহাকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মানবের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যকে এমন একটি সত্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন যেখানে সে আপনার আন্তরিক শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত

বাহিরের কোনো উপাদানের উপর তাহার আশ্রয় নহে। সেখানে অপমানিতেরও সম্মান কেহ কাড়িতে পারে না, দরিদ্রেরও সম্পদ কেহ নষ্ট করিতে পারে না ; সেখানে যে নত সেই উন্নত হয়, যে পশ্চাদ্বর্ত্তী সেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। একথা তিনি কেবল কথায় রাখিয়া যান নাই যে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের রাজদণ্ড অনায়াসে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছে তাহার নাম ইতিহাসের পাতার এক প্রান্তে লেখা আছে মাত্র। আর যিনি সামান্য চোরের সঙ্গে একত্র ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে সামান্য কয়েকজন ভীত অখ্যাত শিষ্য যাঁহার অনুবর্ত্তী, অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্যমাত্র যাঁহার ছিল না, তিনি আজ মৃত্যুহীন গৌরবে সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন এবং আজও বলিতেছেন, যাহারা দীন তাহারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদের ; যাহারা নম্র তাহারা ধন্য কারণ পৃথিবীর অধিকার তাহারাই লাভ করিবে।

এইরূপে স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া মানুষকেই বড় করিয়া দেখাইয়াছেন তাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দেখাইলে মানুষের বিশুদ্ধ গৌরব খর্ব্ব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন মানুষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।

তাই তিনি দেখাইয়াছেন মানুষের মনুষ্যত্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্যেও নহে আচারের অনুষ্ঠানেও নহে; কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যেই সে সত্য। মানবসমাজে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলিয়াছেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ তাহা আত্মীয়তার নিকটতম সম্বন্ধ—আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ। তাহা আদেশপালনের ও অঙ্গীকাররক্ষার বাহ্য সম্পর্ক নহে ঈশ্বর পিতা এই চিরন্তন সম্বন্ধের দ্বারাই মানুষ মহীয়ান, আর কিছুর দ্বারা নহে। তাই ঈশ্বরের পুত্ররূপে মানুষ সকলের চেয়ে বড়, সাম্রাজ্যের রাজারূপে নহে। তাই সয়তান আসিয়া যখন তাঁহাকে বলিল, তুমি রাজা, তিনি বলিলেন, না, আমি মানুষের পুত্র। এই বলিয়া তিনি সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন।

তিনি এক জায়গায় ধনকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন ধন মানুষের পরিত্রাণের পথে প্রধান বাধা। ইহা একটা নিরর্থক বৈরাগ্যের কথা নহে। ইহার ভিতরকার অর্থ এই যে, ধনী ধনকেই আপনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানে—অভ্যাসের মোহবশত ধনের সঙ্গে সে আপনার মনুষ্যত্বকে মিলাইয়া ফেলে। এমন অবস্থায় তাহার প্রকৃত আত্মশক্তি আবৃত হইয়া যায়। যে আত্ম-শক্তিকে বাধামুক্ত করিয়া দেখে, সে ঈশ্বরের শক্তিকেই দেখিতে পায় এবং সেই দেখার মধ্যেই তাহার যথার্থ

পরিত্রাণের আশা। মানুষ যখন যথার্থভাবে আপনাকে দেখে তখনই আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে ; আর আপনাকে দেখিতে গিয়া যখন সে কেবল ধনকে দেখে মানকে দেখে, তখনি আপনাকে অবমানিত করে এবং সমস্ত জীবনযাত্রার দ্বারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে থাকে।

মানুষকে এই মানবপুত্র বড় দেখিয়াছেন বলিয়াই মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখিতে চান নাই বাহ্য ধনে যেমন মানুষকে বড় করে না তেমনি বাহ্য আকারে মানুষকে পবিত্র করে না। বাহিরের স্পর্শ বাহিরের খাদ্য মানুষকে দূষিত করিতে পারে না, কারণ, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে, সেখানে তাহার প্রবেশ নাই ; যাহারা বলে, বাহিরের সংস্রবে মানুষ পতিত হয় তাহারা মানুষকে ছোট করিয়া দেয়। এইরূপে মানুষ যখন ছোট হইয়া যায় তখন তাহার সংকল্প তাহার ক্রিয়াকর্ম সমস্তই ক্ষুদ্র হইয়া আসে, তাহার শক্তি হ্রাস হয় এবং সে কেবলি ব্যর্থতার মধ্যে ঘুরিয়া মরে। এই জন্যই মানবপুত্র আচার শাস্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড় হইতে দেন নাই এবং বলিয়াছেন, বলিনৈবেদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা নহে অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাঁহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন, এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।

শুধু তাই নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি আপনাকে এবং সেই যোগে ভগবানকে উপলব্ধি করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন দরিদ্রকে যে খাওয়ায় সে আমাকেই খাওয়ায়, বস্ত্রহীনকে যে বস্ত্র দেয় সে আমাকেই বসন পরায়। ভক্তিবৃত্তিকে বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সঙ্কীর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত তিনি দেখান নাই। ঈশ্বরের ভজনা ভক্তিরসসম্ভোগ করার উপায়মাত্র নহে। তাঁহাকে ফুল দিয়া নৈবেদ্য দিয়া বস্ত্র দিয়া স্বর্ণ দিয়া ফাঁকি দিলে যথার্থ আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয়, ভক্তি লইয়া খেলা করা হয় মাত্র এবং এইরূপ খেলায় যতই সুখ হউক্ তাহা মনুষ্যত্বের অবমাননা। যিশুর উপদেশ যাঁহারা সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কেবল মাত্র পূজার্চ্চনাদ্বারা দিনরাত কাটাইয়া দিতে পারেন না; মানুষের সেবা তাঁহাদের পূজা, অতি কঠিন তাঁহাদের ব্রত। তাঁহারা আরামের শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া দূর দেশ-দেশান্তরে নরখাদকদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—কেননা, যাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মানবপুত্র, তাঁহার আবির্ভাবে মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া সুস্পষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে। কারণ, এই মহাপুরুষ সর্ব্বপ্রকারে মানবের মাহাত্ম্য যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন আর কে আছেন?

তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যেরা দুঃখের মানুষ বলেন। দুঃখস্বীকারকে তিনি মহৎ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতেও তিনি মানুষকে বড় করিয়াছেন দুঃখের উপরেও মানুষ যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখনি মানুষ আপনার সেই বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বকে প্রচার করে যাহা আগুনে পোড়ে না, যাহা অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় না।

সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেমের দ্বারা যিনি ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করিয়াছেন সমস্ত মানুষের দুঃখভার স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ তাঁহার জীবন হইতে আপনিই নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে। কারণ, স্বেচ্ছায় দুঃখ বহন করিতে অগ্রসর হওয়াই প্রেমের ধর্ম্ম দুর্ব্বলের নির্জ্জীব প্রেমই ঘরের কোণে ভাবাবেশের অশ্রুজলপাতে আপনাকে আপনি আর্দ্র করিতে থাকে। যে প্রেমের মধ্যে যথার্থ জীবন আছে সে আত্মত্যাগের দ্বারা দুঃখস্বীকারের দ্বারা গৌরব লাভ করে। সে গৌরব অহঙ্কারের গৌরব নহে—কারণ অহঙ্কারের মদিরায় নিজেকে মত্ত করা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক—তাহার নিজের মধ্যে স্বতউৎসারিত অমৃতের উৎস আছে।

মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ—যিশুর এই বাণী কেবলমাত্র তত্ত্বকথারূপে কোনো একটি শাস্ত্রের শ্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে না—তাঁহার জীবনের

মধ্যে তাহা একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত তাহা সজীব বনস্পতির [illegible] নব নব শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে মানবচিত্তের শত সহস্র সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্ব্বে উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে—শক্তি-উপাসক তাহাকে অক্ষমের দুর্ব্বলতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুষের ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে; তবু সে নম্র হইয়া নীরবে মানুষের গভীরতম চিত্তে ব্যাপ্ত হইতেছে, দুঃখকেই আপনার সহায় এবং সেবাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে—যে পর তাহাকে আপন করিতেছে, যে পতিত তাহাকে তুলিয়া লইতেছে, যাহার কাছ হইতে কিছুই পাইবার নাই তাহার কাছে আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে এমনি করিয়া মানবপুত্র পৃথিবীতে সকল মানুষকেই বড় করিয়া তুলিয়াছেন—তাহাদের অনাদর দূর করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার প্রশস্ত করিয়াছেন, তাহারা যে তাহাদের পিতারি গৃহে বাস করিতেছে এই সংবাদের দ্বারা অপমানের সঙ্কোচ মানবসমাজ হইতে অপসারিত করিয়াছেন—ইহাকেই বলে মুক্তিদান করা।

খৃষ্ট

—:*:—

আরবদেশের উত্তরে ইহুদিদের দেশ প্যালাসটাইন। তাহার মধ্যে গ্যালিলি বলিয়া একটা ছোট প্রদেশ আছে। উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে তাহারি এক নগণ্য ন্যাজারথ নামক গ্রামে, সূত্রধারের ঘরে ভগবান যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ কথিত আছে। যিশুর জন্মতারিখ ঠিক জানা নাই কিন্তু খৃষ্টমাসের উৎসবকেই তাঁহার জন্মদিনের উৎসব বলিয়া বরাবর ধরিয়া আসা হইয়াছে।

ইউরোপখণ্ডে তখন রোম ছিল প্রবল সাম্রাজ্যের অধিপতি বড় বড় জাতি তাহার কাছে হার মানিয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল ইউরোপের পশ্চিমপ্রান্তে স্পেন ফ্রান্স আর পূর্ব্বদিকে ইউরোপের সীমা

ছাড়াইয়া এসিয়ামাইনর পর্য্যন্ত ছিল রোমের সাম্রাজ্য। রোমের কাছে রণবলে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

ইহুদিজাতিকেও তাহারি অধীনস্থ হইতে হইয়াছিল। ইহুদিরা অতি পুরাতন জাতি। তাহারা রোমের ঐশ্বর্য্য-প্রতাপ, আইন আদালত, সৌধ-অট্টালিকার জন্য কিছুমাত্র লালায়িত ছিলনা। তাহারা বহু প্রাচীনকাল হইতে অনেক আচার্য্যের নিকটে ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল, বিধিবিধান লাভ করিয়াছিল, সেই ধর্ম্মকেই পার্থিব সকল সম্পদের চেয়ে বড় করিয়া রক্ষা করিবার দিকেই ছিল তাহাদের সমস্ত মনোযোগ। তাহারা ঈশ্বরকে জিহোভা বলিত, তিনি সর্ব্বশক্তিমান তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, জিহোভা স্বয়ং তাহাদের "ধর্ম্ম"কে লিখিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের আদিগুরু মোসেস সাইনাই পর্ব্বতের উপর একলা উঠিয়া জিহোভার নিকট হইতে সেই ধর্ম্মের অনুশাসনলিপিখানি সকলের জন্য আনিয়া দিয়া গিয়াছেন সুতরাং জিহোভা ইহুদিদেরই বিশেষ ঈশ্বর ছিলেন, অন্য কোন জাতির তিনি ঈশ্বর ছিলেন না। জিহোভার ধর্ম্মও তাহারাই লাভ করিয়াছিল, সে ধর্ম্ম আর কোন জাতির ছিলনা। এই ধর্ম্ম ইহুদিদের পরম গর্ব্বের বিষয় ছিল এবং সেইজন্যই এই ধর্ম্ম হইতে এক চুল পরিমাণ ভ্রষ্টতাকে তাহারা গুরুতর অপরাধ বলিয়া জানিত।

যাহারা ইহুদি নয়, যাহারা নিম্নশ্রেণার লোক তাহাদের

ইহুদিরা বলিত জেন্‌টাইল, আমাদের দেশে যেমন জাতিভেদ আছে, ইহুদিদের মধ্যে তেমনি জিউ এবং জেন্‌টাইলে ভেদ ছিল জেন্‌টাইলদের মধ্যে অনেক উপজাতির সঙ্গে ইহুদিরা আহার করিতনা, তাহাদের হাতে জল গ্রহণ করিতনা যে মন্দিরে জিউ উপাসনা করিবেন, সে মন্দিরে জেন্‌টাইলের প্রবেশ ছিলনা। জেন্‌টাইল অশুচি, জেন্‌টাইলের জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই—ইহুদিদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল।

কেবল ইহুদিদের দেশে নয়, তখন চারিদিকেই ধর্ম্ম এই সকল বাহিরের ক্রিয়াকর্ম্ম, বাহিরের আচারবিচারের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

রোমেও কোন ধর্ম্ম ছিলনা। সকল বিজিত জাতির ধর্ম্ম রোমে আসিয়া ভিড় করিয়াছিল। রোম কেবল শাসন বিস্তার করিয়াই বেড়াইতেছিল, তাহার সভ্যতার ভিতর হইতে এমন কোন বড় জিনিস দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছিল না—যাহা মানুষকে সত্য দিবে, এবং সত্যের অখণ্ড সূত্রে সকলকে এক করিয়া তুলিবে। রোমের ছিল কেবল ইঁট আর কাঠ, কেবল সৈন্য আর রণসজ্জা, কেবল বিধি আর বিচারালয়। ইহুদিদের পুরাতন ধর্ম্মও নানা আচারে প্রথায় জীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল।

অথচ যে সময়ে যিশু জন্মগ্রহণ করিলেন, সে সময়ে ইহুদিদের বড় আশার সময়। কি কারণে তাহা বলিতে

পারিনা, কিন্তু তাহারা সকলেই মেসায়ার (Messiah) [redacted] অপেক্ষা করিতেছিল। এই মেসায়া কি ? মেসায়া আমাদের দেশের অবতারের মত; তিনি স্বর্গ হইতে প্রেরিত পুরুষ, তিনি সকলকে ত্রাণ করিবেন, তিনি পৃথিবীকে স্বর্গ করিবেন। সমস্ত অন্যায় তিনি দূর করিবেন, ধর্ম্মকে তিনি উদ্ধার করিবেন। ইহুদিদের ধর্ম্মপুস্তকে এই মেসায়ার আগমনের কথা লেখা ছিল তাহারা তাই উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল, যে এমন কেহ আসিবেন যিনি সমস্ত পৃথিবীর ভিতরে ইহুদিধর্ম্মের মহিমাকে পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন তার কারণ ইহুদিদের ধর্ম্ম যে সকলের বড়, স্বয়ং জিহোভার কাছে পাওয়া তিনি আসিলে এমন যে প্রবল রোম তাহাকেও ঘাড় হেঁট করিয়া ইহুদীয় অবতারের আদেশ মানিয়া লইতে হইবে।

তোমরা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে, যিশুখৃষ্ট যখন ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁর শিষ্যবৃন্দ তাঁহাকেই এই মেসায়া বলিয়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত ইহুদিরা তাঁহাকে মানে নাই। কারণ তিনি ইহুদিদের দেবতা এবং ইহুদিদের ধর্ম্মকেই বড় করিয়া তুলিলেন না, তিনি সমস্ত মানুষের যিনি একমাত্র ভগবান তাঁহাকে সমস্ত মানুষের পিতা বলিয়া জানাইয়া গেলেন

যাহাই হোক্, সেটা একটা যুগান্তের কাল। একটা যুগ তখন শেষ হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর ইতিহাস-

রঙ্গভূমিতে তখন এক দৃশ্যের পর অন্য দৃশ্যের পট পড়িতেছে। রোম তাহার অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য বিধিবিধান শাসন লইয়া এবং বৃহৎ সাম্রাজ্যের বোঝা মাথায় লইয়া ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। ধর্ম্মকে সে চায় নাই। কে ঈশ্বর, মানুষের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি, সে তাহার ভাবিবার বিষয় ছিলনা। সে ভাবিয়াছিল যে তাহার ব্যবস্থা দিয়াই সে তাহার সভ্যতাকে চিরজয়ী করিবে। একদিকে তাহার ভিতরের প্রাণশক্তি তখন ফুরাইয়া আসিতেছিল, আর অন্যদিকে নূতন সভ্যতার মোহে পড়িয়া ইহুদি পুরোহিতবর্গ ধর্ম্মকে ছাড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল আর ধর্ম্মকে প্রাণপণে রক্ষা করিবার জন্য ফ্যারিসি সম্প্রদায় পুরোহিতদের সঙ্গে অবিরাম যুঝিতেছিল। ইহুদিদেশে শান্তি ছিলনা। পুরোহিতরা কর্ত্তা, অথচ তাহাদের ধর্ম্মে মতি নাই; ফ্যারিসিরা সাধারণ লোক কিন্তু তাহারা প্রাচীন নিয়মকে বজায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কেবল একটি আশার কথা ছিল, মেসায়া আসিতেছেন মেসায়া আসিতেছেন, মহাপুরুষ আসিতেছেন তিনি আসিলেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে। ইহুদিগৌরব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইহুদিদের ইতিহাসটা তোমাদের আর একটু খোলসা করিয়া বলিলেই সময়টা কি রকমের তাহা তোমরা বুঝিতে

পারিবে এবং বুঝিতে পারিবে যিশু কত বড় বাণী লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সমস্ত সভ্যতার কালচক্রকে কত বড় সত্যের জোরে সম্পূর্ণ নূতন দিকে তিনি ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন। সে একটা যুগান্তের সময়। সে একটা বিরাট্ সময়

ইহুদিদের মধ্যে পুরোহিতদের শাসন ছিল। ইহুদিদের সমস্ত জীবনটাই কিনা ধর্ম্মের দ্বারা একেবারে বাঁধা, এমন কোন আচার ব্যবহার ছিলনা যাহা মানুষ আপনার স্বাধীন ইচ্ছামত সম্পন্ন করিতে পারে। সুতরাং পুরোহিতরা ছিল সমস্ত সমাজের উপরকার লোক—চালক।

যেমন আমাদের দেশে শ্রুতি আর স্মৃতি শাস্ত্র আছে—শ্রুতি হচ্ছে বেদ্ উপনিষদের মন্ত্রগুলি যাহাতে আর্য্য ঋষিদের হৃদয়ের কথা বলা হইয়াছে, আর স্মৃতি হচ্ছে সামাজিক বিধিবিধান যাহার অনুসরণ করিয়া সকল লোককেই চলিতে হয়, তেমনি ইহুদিশাস্ত্রে পেন্‌টাটিউক্ (Pentateuch) এবং প্রফেট (Prophet) এই দুই ভাগ আছে প্রফেট ভক্তদের হৃদয়ের কথ পেন্‌টাটিউক বিধিবিধান—স্মৃতিশাস্ত্র। ইহার সঙ্গে লোকাচারও যুক্ত হইয়াছিল। যাহা স্মৃতিশাস্ত্রে নাই যাহা কেবল লোকাচার তাহাও নিত্যবিধি হইয়াছিল। এবং এ সমস্তই জিহোভার মুখনিঃসৃত বাক্য ছিল ভক্তরা যাহা বলিয়াছেন সেও

ঈশ্বরই বলাইয়াছেন, লোকাচার যাহা দাঁড়াইয়াছে সেও ঈশ্বর ঘটাইয়াছেন উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে জিহোভার নিয়মকে [redacted] করিয়া চলিবার কোন উপায়, কোন রাস্তা ছিলনা

পুরোহিতদের উপরে ভার ছিল এই ইহুদীয় ঈশ্বরের আইনকানুন ও লোকাচারগুলি সযত্নে রক্ষা করা। ইহার জন্য বড় বড় বংশের পুরোহিত চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর ছিলেন তাঁহারা দেখিতেন কোথাও কোন ত্রুটি হইতেছেনা, যদি হয় তো বিচার তাঁহাদের হাতে। তাঁহারাই শাসনকর্ত্তা

বংশানুক্রমে ধর্ম্মরক্ষার ভার তাঁহাদের উপর ছিল বলিয়াই তাঁহারা ধর্ম্মের ধারও ধারিতেন না। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই তাঁহারা বেশির ভাগ নিমগ্ন থাকিতেন টাকা যথেষ্ট, অবসর যথেষ্ট এবং সমস্ত লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব, সুতরাং তাঁহারা করেন কি। একটা কোন কাজ তো চাই।

এই প্রধান পুরোহিতবংশের পরে ছিল জেরুসালেমের মন্দিরের পুরোহিত দল জেরুসালেম ইহুদিদেশের রাজধানী এই মন্দির সেইখানকার প্রসিদ্ধ মন্দির। মন্দিরে ইহুদিদেবতা জিহোভার প্রতিষ্ঠা। মন্দিরের অভ্যন্তরে যেখানে প্রধান পুরোহিত ব্যতীত অপর কাহারও যাইবার উপায় নাই, সেইখানে জিহোভা বসিয়া আছেন। বাহিরে ইহুদিদের [redacted] প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সেখানে দিবারাত্রি যজ্ঞ-বেদিকায় অগ্নি জ্বলিতেছে বলি পুড়িতেছে। পূজা

হইতেছে, টাকা আসিতেছে, ক্রিয়াকর্ম্ম চলিয়াছেই, পুরোহিতরা সেই কাজে সেইখানে নিযুক্ত। মন্দিরের বাহিরে বাজার—বলির পশু বিক্রয় হইতেছে, দোকান পসার সাজানো, হট্টগোল চলিয়াছে। এবং পাশে জেন্‌টাইলদের জন্য একটুখানি স্থান। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিবার অধিকার তাহাদের নাই

এই জেরুসালেমের পুরোহিত দলের মত একদল পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন শাস্ত্রজ্ঞ। মন্দিরের সকলের স্থান কুলায় না বলিয়া স্বতন্ত্র উপাসনার স্থান ইহুদিদের ছিল। তাহার নাম সিনাগগ্‌। সেটা একটা লম্বা দালানের মত ঘর। পণ্ডিতেরা সেখানে রহিয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্র পড়িতেছেন, ব্যাখ্যা করিতেছেন, বড় বড় মোট মোটা সিন্দুকের মধ্যে পুঁথিপত্র রহিয়াছে,—কবে উপবাস, কবে স্নান, কবে কি আচার রক্ষা করিতে হইবে তাহাই জানাইয়া দিতেছেন। ইঁহাদের নাম ছিল স্ক্রাইব (Scribes)। ইঁহারা অনেকেই ফ্যারিসি সম্প্রদায়ের লোক ফ্যারিসিটা মনে রাখিয়ো একটা দল বিশেষের নাম। তাহারা বড় বংশের পুরোহিতদের মত কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যাপার লইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া দিন কাটাইতে চায় না, তাহারা চায় যে সার্ব্বিকভাবে ধর্ম্মরক্ষা হয়, সকল লোক ধর্ম্মানুসারে চলে ফ্যারিসিদের সঙ্গে আর বড় বংশের পুরোহিতদের সঙ্গে বরঞ্চ বিবাদই ছিল।

যাক্ ইহুদিদের সেই সময়টার মোটামুটি এই তো ছিল চেহারা স্নান, দান, ধ্যান, আচারনিষ্ঠা, ব্রতপালন এ সমস্তই চলিয়াছে, কেবল যত রাজ্যের ক্রিয়াকলাপ

অথচ বলিয়াছি যে একটা ভয়ঙ্কর আশা বুকের মধ্যে ইহুদিদের তোলাপাড়া করিতেছিল, যে ইহুদিদের কি যেন একটা হইবে, কিছু একটা বড় রকমের হইবে, রোমের যে প্রভাব তাহাদের স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহাও যেন সেই বৃহৎ আবির্ভাবে কাটিয়া যাইবে, আবার ইহুদি জাতি তাহার পূর্ব্ব গৌরবে মাথা জাগাইয়া তুলিতে পারিবে—মেসায়া আসিবেন এই একটা বড় আশ্বাসে সমস্ত জাতির চিত্তটা ভরিয়া উঠিয়াছিল উন্মুখ হইয়া উদ্গ্রীব হইয়া তাহারা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া ছিল

মেসায়া সত্য সত্যই আসিলেন। ২৫এ ডিসেম্বর খৃষ্টমাস অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মোৎসব সেই দিনে তিনি ধ্যাজারথে দেখা দিলেন। সমস্ত মানুষকে তিনি বাহির হইতে ভিতরের দিকে, শক্তি হইতে প্রেমের দিকে, বাহ্য ক্রিয়ার শুষ্কতা হইতে মঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করিবার [illegible] আসিলেন। ইতিহাস তাঁহার আগমনের অপেক্ষা করিতেছিল রোম তাহার বিপুল আয়োজনের মধ্যে কোন কেন্দ্র খুঁজিয়া পাইতেছিল না, ইহুদিরা বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে পরম পদার্থকে হারাইয়া কেবল পরস্পর

বিরোধ করিতেছিল। সেই সময়ে তিনি ন্যাজারথে সূত্রধারের গৃহে মানুষ হইতে লাগিলেন।

ন্যাজারথের উত্তরে পর্ব্বতমালা চলিয়া গিয়াছে—ছোট্ট গ্রাম। ছোটখাট কুঁড়ে, আঙ্গুরের গাছ ফলে ভরিয়া রহিয়াছে, জলপাইর কুঞ্জ, সবুজ উপত্যকা, ক্ষেতভরা শস্য, পাহাড়ের মাথায় মেষ চরিয়া বেড়াইতেছে, নিকটস্থ ঝরণায় বা কূপে মেয়েরা সকালে সন্ধ্যায় কলসী মাথায় লইয়া জল বহিতেছে এ জেরুসালেম নয়, এখানে পুরোহিত নাই, ফ্যারিসি নাই, মন্দির নাই। দিব্য নির্জ্জন সুন্দর স্থান পাহাড়ের উপরে উঠিলে দূরে সমুদ্র দেখা যায়—অনেক দূর পর্য্যন্ত পাহাড় আর উপত্যকা, মাঝে নদী বহিয়া গেছে—মনটা কেমন ব্যাকুল করিয়া তোলে এই জায়গায় যিশু বাল্য কাটাইলেন

তিনি যে বেশি কিছু লেখাপড়া শিখিলেন তাহা নয়। চলনসই রকম পড়িতে আর লিখিতে শিখিলেন। যেমন সংস্কৃত ভাষা আমাদের প্রাচীন ভাষা তেমনি হিব্রু ভাষা তখন প্রাচীন হইয়া গিয়াছিল। স্ক্রাইবদের কথা বলিয়াছি, যাহারা পণ্ডিতশ্রেণী ছিল—তাহাদের কাছে হিব্রু শিখিতে হইত। যিশু সূত্রধারের ছেলে, তিনি স্ক্রাইবদের কাছে শিখিবার সুযোগ কেমন করিয় পাইবেন!

তিনি এই প্রকৃতির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—এই পাহাড়, এই অধিত্যকা উপত্যকা, এই ঝরণা ইহারাই

তাঁহার চিত্তকে জাগাইয়া তুলিতেছিল ইহার পরে তিনি যখন প্রথম জেরুসালেমে গিয়া পড়িলেন তখন ইঁট কাঠের বাড়ী দেখিয়া তিনি ভয়ানক নিরানন্দ হইয়া গিয়াছিলেন। সেখানেও জলপাইবনবেষ্টিত পর্ব্বতের মধ্যে একটি কুঞ্জ তাঁর প্রিয় ছিল, আর সেইখানেই তিনি শত্রুদের হাতে ধরাও পড়িয়াছিলেন।

এই গ্যালিলির নির্জ্জন পর্ব্বত প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে ছিল তাঁর আর একটী সঙ্গী—ইহুদি ভক্তদের কথা। ডেভিড আইজাযা প্রভৃতি প্রাচীন ইহুদি ভক্তদের কথা ভারি গভীর ভারি মধুর। আমাদের যেমন বেদের অথবা উপনিষদের মন্ত্রগুলি, ইহুদিদের তেমনি এই psalms এই ভক্তিগাথাগুলি। শিক্ষার বেশি কিছু আয়োজন তখনকার কালে ছিলনা। স্ক্রাইবদের কাছে গেলে তাহারা বিধিবিধান আচারের কড়াক্কড় নিয়ম খুব করিয়া শিখাইয়া দিত। অথচ বাল্যকাল হইতেই এ জিনিসগুলির উপর যিশুর বিতৃষ্ণা ছিল।

ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির সঞ্চার কেমন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মনের মধ্যে হইতে লাগিল, তিনি কেমন করিয়া অনুভব করিলেন, কেমন করিয়া কি লাভ করিলেন, তাহার ভিতরকার ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল এইটুকু বলিতে পারি যে আপনিই হইল। তিনি আপনি আপনার ভিতরে

ঈশ্বরকে অন্তরের অন্তরতমরূপে অনুভব করিলেন। তাঁহাকে জিহোভা বলিলেননা, তাঁহাকে পিতা বলিলেন। তাঁহাকে মন্দিরে খুঁজিলেননা, বিশেষ কোন আচার দিয়া পূজা দিয়া খুঁজিলেন না; করুণায়, ক্ষমায়, দীনতায় তাঁহার হৃদয় আপনি গলিয়া তাঁহার প্রতি প্রেমে ভরিয়া আসিল। নিশ্বাসের মত করিয়া তাঁহাকে তিনি গ্রহণ করিলেন এবং জানিলেন তাঁহার মধ্যে জীবন কেমন করিয়া সত্য হইয়া উঠে। সেই জন্য সত্যযুগ আসিতেছে, স্বর্গ রাজ্য আসিতেছে, মেসায়া আসিয়াছেন, একথা জোরের সঙ্গে বলিতে এবং চালাইতে তাঁহার কোন কুণ্ঠা বোধ হয় নাই

তিনি কি সত্যকে প্রকাশ করিলেন তাহা আমরা জানি। সেই কথাই আসল বলিবার কথা।

ইহুদিরা জানিয়াছিল ত্যাগ, দয়া, শুচিতা, ভক্তি এ সমস্ত বাহিরের জিনিস বিশেষ দিনে দান করিতে হয়, বিশেষ জায়গায় বিশেষ ক্রিয়ার দ্বারা ভক্তি করিতে হয়, বিশেষ স্নানের দ্বারা শুচি হইতে হয়—সমস্তই বাহিরের ক্রিয়া, বাহিরের আচার বিশু বলিলেন, ভিতর হইতে হইতে হইবে। সমস্ত পাপের মূল যে ভিতরে। ভিতর হইতে দয়া জাগিলেই দয়া, আচারগত দয়া তো দয়া নয়। ভিতর হইতে ভক্তি জাগিলেই ভক্তি, বাহিরে ভক্তি দেখাইলে কি হইবে? ভিতর হইতে অশুচিতা

দূর করিলেই পবিত্র হওয়া যায়, কৃতার্থ হওয়া যায়, স্নান করিলে শুচি হইব কেমন করিয়া? ভিতরে স্বার্থের বন্ধন ঘুচিয় আসিলেই সকলের প্রতি হৃদয় অনুকূল হইবে নহিলে বাহিরে কিছু ত্যাগ করিয়া কি লাভ? স্বার্থতো তাহাতে যায় না। সব ভিতরের দিকে চেষ্টাকে ফিরাও—ভিতরে পরিপূর্ণ হও।

ভগবান যিশুর সমস্ত উপদেশ কেবল এই আর এই সহজ কথাটাই সমস্ত জগতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই নিত্য সত্যটিই আবৃত হইয ছিল—ইহাকেই জাগাইবার জন্য ভগবান যিশুর আগমন।

বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে হঠাৎ এই রকম ভিতরের দিক্ হইতে সত্য হওয়া খাঁটি হওয়া নির্ম্মল হওয়ার কথা ইহুদিদের প্রচলিত সংস্কারে কিরূপ বাধিতে পারে

বাস্তবিক ইহার সত্যটা কোথায় তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। সকলেই জানিত যে সিনাগগে গিয়া লোকাচারের কথা শুনিয়া আসিতে হয়, স্নান, উপবাস, ব্রত, দান ধ্যান করিয়া পুণ্যলাভ করিতে হয়, জিহোভাকে খুসি করিবার জন্য মন্দিরে বলি দিতে হয়, এই হচ্ছে ধর্ম্ম। যিশু তাহার উল্টা কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "বাহিরে জল ঢালিলে চিত্তের শুদ্ধি হইবে কেমন করিয়া? বাহিরে দানের ভড়ং করিলে অন্তরে করুণা জাগিবে কেমন করিয়া? তোমার ডান হাত কি

করিতেছে, বাম হাত যেন তাহা জানেনা। বাহিরে গিয়া হাটের মাঝখানে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করিয়া উপাসনা করিলে কি হয়? যখন প্রার্থনা করিবে, তখন অমন ভাণ করিয়া উপাসনা করিয়োনা, তোমায় যাহাতে সকলেই দেখিতে পায় এমন স্থানে দাঁড়াইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়োনা। প্রার্থনার প্রয়োজন বোধ করতে নিভৃতে যাও, নিভৃতে পিতার কাছে আত্মনিবেদন কর, চীৎকার করিয়া বারম্বার একই কথা তোমাকে উচ্চারণ করিতে হইবে না—তুমি না বলিতেই তিনি জানিয়া বসিয়াছেন তোমার হৃদয়ের ভিতরের সত্য প্রার্থনাটা কি।”

কোন্ সময় হইতে এই সকল কথা তিনি বলিতে লাগিলেন, তাহা অবশ্য জানা নাই—কিন্তু কাহাদের কাছে তিনি বলিলেন তাহা শুনিলে অবাক হইবে। গ্যালিলির দুই চারিজন জেলে তাঁহার প্রধান শ্রোতা ছিল তাহাদেরি কাছে এই সকল কথা তিনি বলিতে লাগিলেন তাহাদের সরল মন, তাঁহার কথা তাহাদের হৃদয়ে গিয়া আঘাত করিল। তাহারা অনেকেই তাঁহার শিষ্য হইল তাহারা সকলেই মেসায়া আসিতেছেন শুনিয়াছিল, যিশুকে দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকেই তাহারা মেসায়া বলিতে লাগিল।

তিনি একটু বয়সে ন্যাজারথ্ ছাড়িয়া ক্যাপারনম্ নামে একটা সহরে গেলেন। সেটা একেবারে হ্রদের পারে।

সাইমন্ পিটার দুই ভাই, দুই জেলে, সেখানে তাঁহার খুব ভক্ত হইয়া উঠিল। প্রতি শনিবার সিনাগগে গিয়া তিনি কথা কহিতেন, লোকে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিত। যত জেলের দল তাঁহার চারিদিকে আসিয়া জুড় হইল। দুটি একটি ছাড়া তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ভদ্রলোক কেহই ছিলনা।

কখনো পর্ব্বতশিখরে, কখনো জেলেডিঙিতে চড়িয়া হ্রদের উপরে, তিনি উপদেশ দিতে লাগিলেন আর এই সরল জেলেরা তাহাই শুনিয়া অন্তরের ভিতর হইতে সায় দিতে লাগিল। যিশু বলিয়াছিলেন, শিশুর মত সরল না হইলে সত্যকে পাওয়া যায় না। ইহারা সেই শিশু ছিল। ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ কোন বাক্‌বিতণ্ডা কিছুই ছিলনা। ইহাদের ঈশ্বরের প্রীতিরসে তিনি একেবারে সিক্ত করিয়া দিলেন।

যিশুর উপদেশ যে কয়েকটি আছে তাহা তাঁহার শিষ্যরা তাঁহার মৃত্যুর পরে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যে সময়ে এই ক্যাপারনম্ এবং তাহার কাছাকাছি জায়গায় তিনি প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়েই সেই উপদেশ-গুলি বলা হয়। উপদেশগুলি নিতান্ত সরল, পৃথিবীতে বালকও সে কথা বলিলে বুঝিতে পারে। তিনি বলিলেন, "যাহারা দীন, তাহারা ধন্য, স্বর্গরাজ্য তাহাদের। যাহারা অপরাধের জন্য অনুতাপ করে তাহারাই সান্ত্বনা পায়।

যাহারা নম্র, তাহারাই সকলকে জয় করে ভাল হইবার জন্য যাহাদের তৃষ্ণা, যাহাদের ক্ষুধা, তাহাদের সে ক্ষুধা মিটিবে যাহারা অন্তঃকরণের ভিতর হইতে পরিশুদ্ধ হইয়াছে, চিত্তে কোথাও কোন মলা রাখে নাই, ঈশ্বরকে তাহারাই দেখিতে পাইবে যাহারা শান্তিস্থাপন করিয়াছে, তাহারাই তাঁহার প্রকৃত সন্তান যাহারা সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে, তাহারাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী।”

স্বর্গরাজ্য বলিতে একটা কোন বিশেষ জায়গা বুঝিয়োনা। যিশুকেই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—স্বর্গরাজ্য কোথায়? তিনি বলিলেন, তোমার অন্তরে। ভিতর হইতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেই যে লোকটি আমাদের চিত্তের চারিদিকে সৃষ্ট হইয়া উঠে, সেটিরই নাম স্বর্গলোক অথবা সত্যলোক।

কল্পনা করিয়া দেখ, পাহাড়ের নির্জ্জনশিখরে আলোক-ধৌত মুক্ত নীল আকাশের নীচে এই উপদেশ তিনি দিতেছেন সমস্ত প্রকৃতির শুভ্রতা, স্বচ্ছতা ও গম্ভীরতার মত তাঁহার কথার ভিতরেও কোথাও কোন জড়িমা নাই—সহজ কথা, স্বচ্ছ কথা, গভীর কথা। পরিপূর্ণ হও, পরিপূর্ণ হও, তোমার পিতা যেমন পরিপূর্ণ সেই রকম পরিপূর্ণ হও।

দীনতাকে নম্রতাকে তিনি সকল ঐশ্বর্য্যের চেয়ে বড়

করিয়া জানিয়াছিলেন বলিয়াই ধনের উপরে, ভোগের উপরে তাঁহার প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল।

জেরুসালেমে যে মন্দির ছিল সে একই সময়ে মন্দিরও বটে ধনাগারও বটে পুরোহিতরা অর্থলিপ্সু —অর্থ দিয়া দেবতাকে বশ করিবার জন্য সমস্ত লোক দিন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকিত। যিশু জানিতেন ভোগে মানুষকে কি রকম জড়পদার্থ করিয়া তোলে। তিনি তাই বলিতেন "জমাইয়োনা, মাটীর মধ্যে ধন জমাইয়োনা। যে মাটীতে পোকায় তাহাকে নষ্ট করিবে, চোরে খনন করিয়া চুরি করিবে, যাহার ক্ষয় হইবেই হইবে, সেই মাটীর মধ্যে জমা করিয়োনা। যদি কিছু জমাও, তবে সেই পরিপূর্ণ লোকের জন্য ধন জমাও, যে ধনে পোকার দৌরাত্ম্যের ভয় নাই, যে ধন চোরে কাড়িতে পারেনা, যেখানে তোমার হৃদয় নিত্যকালের মত ভোগ করিতে থাকিবে। তুমি কি একই সময় দুইজন প্রভুর সেবা করিতে পারিবে? তাঁকেও সেবা করিবে ধনের দেবতাকেও সেবা করিবে? তুমি তাঁহাকেই, তাঁহার সত্য রাজ্যকেই সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তবেই সকল জিনিস তুমি পাইবে, দেখিবে সমস্তই তাহাতে আসিয়া যুক্ত হইবে। তাঁহাকে পাইলেই সংসারকে পূরা করিয়া পাওয়া হইবে। কালিকার জন্য ভাবিয়োনা, কালিকার ভাবনা কাল নিজেই ভাবিবে।"

ঈশ্বরকে তিনি সকলের চেয়ে বেশি করিয়া প্রিয় করিয়া জানিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পাওয়াকে ধন পাওয়া, মান পাওয়া, বা অপর কোন ভোগের জিনিসকে পাওয়ার মতন করিয়া তিনি তোলেন নাই। যদি পাইতে চাও তবে ছাড় —এই ছিল তাঁহার উপদেশ এ কত বড় ত্যাগ! এযে ভিতরের সমস্ত আসক্তির ত্যাগ, ভিতরের সমস্ত স্বার্থের ত্যাগ, ভিতবের সমস্ত অহঙ্কারের ত্যাগ—ভিতরে ত্যাগের দ্বারা এমনি নির্ম্মল হইলে তবেই তাঁহাকে পাওয়া যায় এবং তাঁহার ভিতরে সবই পাওয়া যায়, তাই যিশু বলিয়াছিলেন, তাঁহারি জন্য ত্যাগ কর তিনি বলিয়াছেন, "একটি প্রান্তরের মধ্যে লুকানো রত্নের মত এই স্বর্গলোকটি; যদি কেহ তাহার সন্ধান পায়, তবে সে সব বিক্রয় করিয়া সেটি ক্রয় করিবার জন্য কি ব্যগ্র হয়না? জহবীর অনেক মণিমুক্ত আছে, কিন্তু একটি সেরা মুক্তা হচ্ছে এই সত্যলোক—সব বিক্রয় করিয়া দিয়া যে প্রকৃত জহবী সে এইটিকেই কেনে"

এমনি করিয়া যখন তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়া গেল, তখন এই সত্যের পথে ইহুদিদের যে সকল বড় বড় অন্ধ সংস্কার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের তিনি আঘাত করিলেন। সত্য হইতে গেলে তো মিথ্যার সঙ্গে কোন আপোষ চলিবেনা।

ঈশ্বর যখন সকলের অন্তরের অন্তরে রহিয়াছেন,

অন্তরের পরিপূর্ণতার মধ্যেই যখন তাঁহার প্রকাশ হইবে, তখন ধর্ম্ম জিউএর জেন্‌টাইলের নয়, একথা তো বলা চলেনা। পরিপূর্ণ যে কোন লোক হইতে পারে এ যে চাহিলেই হয়। ইহার জন্য কুল আবশ্যক করেনা, ধন আবশ্যক করেনা, বিদ্যা আবশ্যক করেনা। সকলের ভিতরেই যে সেই পরিপূর্ণভাব লোকটি রহিয়াছে—কেবল সাধনার দ্বারা তাহাকে উপলব্ধি করিবার অপেক্ষা আছে। সে অপেক্ষা যেমন জিউএর আছে, তেম্‌নি জেন্‌টাইলের আছে, অপেক্ষা কাহার নাই বল। সে অপেক্ষা যে সমস্ত মানুষের আছে। ইহুদির জানিত ঈশ্বর তাহাদেরই বিশেষ সম্পত্তি, যিশু বলিলেন, ঈশ্বর সকলের, ঈশ্বর সমস্ত মানুষের সেইজন্য, তখন যাহারা সমাজে অবজ্ঞাত ছিল, যাহাদের স্পর্শ করিলে, যাহাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া আহার করিলে জাতি যায়, যিশু তাহাদেরি সঙ্গে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন "যাহার একশোটি মেষ আছে, তাহার মধ্যে একটি যদি দৈবাৎ হারাইয়া যায়, তবে সেকি নিরানব্বইট ফেলিয়া রাখিয়া ঐ একটির সন্ধানে ছোটেনা? সেই রকম আমি তাহাদেরই জন্য আসিয়াছি যাহারা হারাইয়া গেছে, যাহারা তলায় পড়িয়াছে।"

আর সত্যই তিনি তাহাদের তুলিয়া ধরিলেন। তিনি কোন আচার রক্ষা করিলেননা তোমরা জান যে

ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর ছয়দিন বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সাতদিনের দিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাই সেদিনটিকে তাহারা বিশেষ ভাবে স্বীকার করে—তাহাকে তাহারা বলে স্যাবাথ্। স্যাবাথ্ না মানা ভয়ানক দোষের যিশু তাহাও মানিলেননা।

তিনি কোন ব্রত, কোন পূজা, কোন বাহ্য অনুষ্ঠান, কোন স্নান উপবাস কিছুই মানিলেননা। তাঁহার শিষ্য-বর্গকেও এ সকলের শূন্যতা বুঝাইয়া দিলেন।

সামারিটান্ বলিয়া এক জাতি ছিল, তাহাদের জল চল ছিলনা। তাহারা ইহুদিসমাজে অত্যন্ত অপমানিত হইয়া বাস করিত এমনকি জেরুসেলাম যাইবার সময় পথে তাহাদের দেশ মাড়াইয়া যাইতেও লোকের আপত্তি ছিল। যিশু তাহাদের সঙ্গে আহার করিলেন, তাহাদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন,—তাহাদের জানাইলেন যে তিনি কাহারও চেয়ে তাহাদের ছোট করিতে রাজি নহেন।

তিনি কাহিনীচ্ছলে উপদেশ দিতেন—সামারিটানদের সম্বন্ধে তাঁহার একটি কাহিনী আছে। একজন লোক পথে আহত হইয়া পড়িয়াছিল। উচ্চবংশীয় একজন পুরোহিত পথ দিয়া গেল—সে চলিযাই গেল, ফিরিয়াও চাহিলনা। তারপর একজন মন্দিরের সেবক গেল, সেও থামিলনা তারপর একজন সামারিটান্ আসিয়া সেই আহত লোকটির ক্ষতে তেল ঢালিয়া দিল, তাহার

ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিল। তাহারই হইল যথার্থ দয়া। দয়া যে কেবল অনুষ্ঠানের দ্বারা হয় না, সে যে হৃদয়ের জিনিস, হৃদয় হইতে দুঃখ দেখামাত্রই সে যে আপনিই নামিয়া আসে এই গল্পে যিশু সেই কথাটি বলিতে গিয়াছেন— কিন্তু ভাবিয়া দেখিয়ো উচ্চবংশীয় পুরোহিতের চেয়েও অস্পৃশ্য সামারিটানের দয়াবৃত্তি অধিক, একথা বলা ইহুদি সমাজে কি ভয়ানক কথা।

তাঁহার এই সকল আচরণে ক্রমেই তাঁহার সঙ্গে ফ্যারিসিদের বিরোধ ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে তাঁহার নাম যতই ঘোষিত হইতে লাগিল, ততই লোকে তাঁহার প্রতি ভক্তির আতিশয্যবশতঃ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব ও অলৌকিক কথা প্রচার করিতে লাগিল কিন্তু যদি এই কারণেই যিশুর মৃত্যু না ঘটিত তবে এ সম্বন্ধে ভাবিবার কিছুই ছিলনা। ফ্যারিসিদের মনে যে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্ষোভ ও অসন্তোষ জমিয়া উঠিয়াছিল তাহাতো পূর্বেই বলিয়াছি। তাহাদের হাতে সব ক্ষমতা—যিশু জানিতেন যে তিনি যাহা করিতেছেন তাহা বেশি দিন পর্য্যন্ত সহজে তাহারা অগ্রসর হইতে দিবে না। তাঁহার তখন বড় বড় বারোটি শিষ্য জুটিয়াছে এবং তাহারাও প্রচার করিতে বাহির হইয়াছে। তিনি তাহাদের আসন্ন বিপদের কথা বলিয়া কেবলি দুঃখের জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদের বুঝাইয়া

বলিলেন দুঃখ আঘাতকে কতদূর পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইবে। তিনি বলিলেন "যাহারা শরীরকে মারে তাহাদের ভয় করিয়োনা আত্মাকে কেহই মারিতে পারে না জানিয়ো।" তোমরা আত্মাকে জানাইতে আসিয়াছ—সমস্ত দুঃখ মৃত্যু সকলের উপরে তাহার জয়ভেরী তোমাদের বাজাইয়া তুলিতেই হইবে। তিনি তাহাদের আরও বলিলেন যে তাহাদের সমস্ত ছাড়িতে হইবে—বাপ মা আত্মীয় স্বজন সমাজ সংসার—সব আত্মার চেয়ে পূর্ণতার চেয়ে কেহই বড় নয় "যে জীবনকে পাইয়াছে, সেই তাহাকে পায় নাই, যে জীবনকে হারাইয়াছে সেই তাহাকে পাইবে।" তিনি বলিলেন, "সমস্ত জগৎকে পাইয়া যদি আত্মাকেই হারাই, তবে তাহাতে লাভ কি হইবে?"

৩২ খৃষ্টাব্দে জেরুসালেমে একটা পর্ব্ব পর্ব্বের সময় নানা স্থান হইতে জেরুসালেমে লোক জড় হইত তাই যিশু সে সময়ট জেরুসালেমে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শিষ্যরা জানিতেন যে জেরুসালেমে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে। তিনিও যে জানিতেননা তাহা নয় তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া একলা চলিয়া গেলেন

আমি বলিয়াছি জেরুসালেম সহরে তাঁহার ভাল লাগিতনা দিনরাত আবদ্ধ জায়গার ভিতরে বাহক্রিয়া-

বহুল পূজা তাঁহার চিত্তকে ব্যথিত করিয়া তুলিত জেরু-সালেম হইতে ঘণ্টা খানেকের পথ দূরে বেথানি বলিয়া একটা গ্রাম ছিল—গ্রামটি পর্ব্বতের উপরে—জর্ডান নদী আর ডেড্ সি তাহার চূড়া হইতে দেখা যাইত। সেখানে বেশ ছায়াকানন—বেশ নিভৃত নির্জ্জন—যিশু সেখানে গিয়াই থাকিতে লাগিলেন

দুটি বোন্ আর একটি ভাই সেখানে তাঁহার শিষ্য ছিলেন। বোন দুটির নাম মার্থা এবং মেরী, ভাইএর নাম ল্যাজারস্ মার্থা সমস্ত দিন গৃহ কর্ম্ম করিত, আর মেরী যিশুর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিত, গৃহ কর্ম্ম ভুলিয়া যাইত। মার্থা তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া যিশু বলিয়াছিলেন "তুমি অনেক জিনিস লইয় ব্যাপৃত রহিয়াছ মার্থা, কিন্তু একটি জিনিস সকলের চেযে বেশি প্রয়োজন মেরী সেইটিকেই বাছিয়া লইয়াছেন।" সেটি কোন শরীরের প্রয়োজন নয়, সেটি আত্মার প্রয়োজন। বস্তুত মেরী যিশুর প্রতি বড়ই ভক্তিমতী ছিলেন

যিশুর কথা জেরুসালেমে অনেকেই শুনিতে লাগিল। জেরুসালেমে হঠাৎ গ্যালিলির মত শিষ্য বৃদ্ধি হওয়া দুষ্কর এখানে সমাজের বড় কড় শাসন। অন্য ধর্ম্ম মানাপানেই সমাজ চ্যুত হওয়া,—এবং তাহাই শুধু নয়, অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত

হইয়া একে বারে পথে দাঁড়াইতে হইত এমন কি মৃত্যু-দণ্ডেরও ভয় ছিল।

যিশু তাঁহার নিজের বিপদের কথা জানিতেন তথাপি তিনি জোরের সঙ্গে তাঁহার যাহা বলিবার তাহা বলিতে লাগিলেন। লোকেরা ভিতরে ভিতরে অনেকেই আকৃষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

ফ্যারিসিরা দেখিল মহা মুস্কিল। বিশেষতঃ যিশু তাহাদের উপরেই কটাক্ষ করিয়া সমস্ত কথা বলিতেন তাহাদের পূজাকে মিথ্যা, তাহাদের আচারকে মিথ্যা তাহাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে মিথ্যা বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন

হঠাৎ একটা অলৌকিক কীর্ত্তি তাঁহার সম্বন্ধে প্রচার হওয়াতেই তাঁহার শত্রুরা খুব একটা সুযোগ লাভ করিল তাঁহার শিষ্যদের দিয়াই এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে লোকে আশ্চর্য্যও হইল এবং ভয়ও পাইল। ঘটনাটা অলৌকিক নয়, অথচ গোলেমালে সেটা এমনি অদ্ভুত আকার ধারণ করিল যাহাতে ফ্যারিসিদের মনে যিশু সম্বন্ধে আতঙ্ক জাগিয়া উঠিল।

মেরী মার্থাদের বাড়ীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাদের ভাই ল্যাজারস্‌ও যিশুর পরম ভক্ত ছিল।

যিশু তাহাদের বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। হঠাৎ দিনকতকের জন্য দূরে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে

ল্যাজারস্ মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত হইল। সংবাদ পাইয়া যিশু চলিয়া আসিলেন হয় ল্যাজারসেরই ইচ্ছা হইয়া থাকিবে যে তাহার প্রভুর মহিমা সর্ব্বজনগোচর হয়, নয় মৃত্যুভয়ে সে এমনি মুমূর্ষুর মত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাকে সকলে মৃত বলিয়াই ঠাহর করিয়াছিল। যাহাই হোক সে তো মৃত বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া কবরের জায়গায় গিয়া পড়িয়া রহিল যিশু আসিয়া সেখানে গিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেই সে উঠিয়া আসিল, লোকে ভাবিল যে তিনি মৃতব্যক্তিকে প্রাণদান করিলেন।

ঘটনাটা সমস্ত জেরুসালেমময় রাষ্ট্র হইয়া পড়াতে পুরোহিত-সমাজে বড়ই আতঙ্কের কারণ হইল। উচ্চ-বংশীয় পুরোহিতদের কথা বলিয়াছি—তাহাদের বিচার-সভার নাম ছিল সেন্‌হেড্রিন—সেই সভায় তাহারা সকলে একত্র হইয়া স্থির করিল যে যিশুকে প্রচলিত ধর্ম্ম না মানার জন্য দণ্ড দেওয়া আবশ্যক। সকলের বড় পুরোহিত জোসেফ খাইফা। তাঁর শ্বশুর আনাস্ পৌরোহিত্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সম্মান সর্ব্বোপরি ছিল।

তিনি জামাতাকে জানাইলেন,—যে একটি লোকের জন্য সমস্ত ইহুদিদের অনিষ্ট হইতেছে, তাঁহাকে দূর করিতেই হইবে।

আর একটা পর্ব্ব তখন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল।

পুরোহিতেরা স্থির করিল যে সেই পর্ব্বে যিশু জেরুসালেমে আসিয়া যদি কোন উপদ্রবের সৃষ্টি করেন, তবে তাঁহাকে ধরিতেই হইবে।

যিশু অনেক দিন হইতেই একটা বড় দুঃখের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যবর্গকে প্রস্তুত করিতেছিলেন সে কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে—এইবার তাঁহার প্রাণ দিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রিয় সত্যটির প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে হইবে।

পর্ব্ব আসিল যিশুও উপস্থিত হইলেন। ল্যাজারসের ঘরেই তিনি অতিথি হইলেন। ল্যাজারস্ অনেক গণ্যমান্য লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন যিশুকে বিশেষ ভাবে সকলের চেয়ে বেশী সম্মান দেখান হইল। মেরী একটি সুগন্ধ দ্রব্যের ভাণ্ড আনিয়া যিশুর চরণ সিক্ত করিয়া দিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ের ভক্তিকে আরো ব্যক্ত করিবার জন্য যিশুর চরণে প্রণত হইয়া মাথার কেশ দিয়া তাঁহার পা দুখানি মুছিয়া লইলেন।

পরদিন যিশু যখন জেরুসালেমে প্রবেশ করিলেন তখন পথে তাঁহার খুব সম্মান ঘটিল। সকলেই তাঁহাকে মেসায়া বলিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ কেহ নিজের উত্তরীয় তাঁহার চলিবার পথে বছাইয়া দিল। সেদিন ফ্যারিসিরা বিষম ক্রুদ্ধ হইল।

পূর্ব্বের তিন দিন কাটিয়া গেল*।

যিশুর হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যরা লিখিয়াছেন যে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার মুখ পূর্ব্বে সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকিত—এখন তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া থাকিতেন, স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন, কাহারো সঙ্গে বেশি কথা কহিতেন না। কেবল মাঝে মাঝে তাঁহার অন্তরের প্রার্থনা মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িত, "পিতা, আমার হৃদয় পীড়িত হইতেছে, তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

যশু জানিতেন যে জেরুসালেম ত্যাগ করিলেই মৃত্যুর হাত অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে সহজ, কিন্তু তাঁর মৃত্যু যে চাই সেই শেষ বন্ধনকে কাটাইলেই তবেই তাঁর সঙ্গে তাঁহার পিতার যোগ নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিবে।

যিশুর প্রতিপত্তি দেখিয়া ফ্যারিসিরা তাঁহাকে গোপনে ধরিবার মানস করিল। কখন্ তিনি কোথায় থাকেন তাহাই জানিবার জন্য তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে খোঁজ লইবার চেষ্টা করিল। জুদাস্ ইস্কারিয়ট্ তাঁর এক বড় শিষ্য ছিল। তাহার কি দুর্ম্মতি হইল, সে বলিয়া দিল। কেহ কেহ বলে যে সামান্য অর্থলোভে তাহার প্রভুর প্রতি সে এই বিশ্বাসঘাতকের আচরণ করিল। কিন্তু তাহা হয়ত নয়, কারণ সে সব জলাঞ্জলি দিয়াই এক সময়ে যিশুর শরণাপন্ন হইয়াছিল। যিশু-শিষ্য জনের (John) সঙ্গে তাহার আড়াআড়ি ছিল। শিষ্যদের মধ্যে কে

খৃষ্টের বেশি প্রিয়পাত্র, কে নয় তাহা লইয়া অনেক বিবাদ ও রেষারেষি চলিত। সম্ভবতঃ জুদাস সেই কারণেই হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া এমন কাজ করিয়া বসিল। শেষে তাহার অপরাধ সে বুঝিতে পারিয়াছিল এবং কথিত আছে যে, যিশুর মৃত্যুর পরে লজ্জায়, ঘৃণায় ও অনুতাপে হতভাগ্য আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিল।

কেমন করিয়া যেন যিশু জুদাসের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে দিন রাত্রে তিনি ধরা পড়েন, সেদিন তাঁহার সকল শিষ্যকে তিনি খুব আদর করিলেন। সকলকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমরা একজন আমায় ধরাইয়া দিবে এ আমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি।"

জুদাস সম্মুখে ছিল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারিল না যে সেই অপরাধী। সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, কে এমন পাষণ্ড বলুন—প্রভু আমি কি?' জুদাসও সকলের সঙ্গে মিলিয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল কিন্তু যিশু কাহারও নাম করিলেন না।

তিনি কেবল বলিলেন "আমি তোমাদের নূতন একটা আদেশ দিয়া যাইতেছি—আমি তোমাদের যেমন ভাল বাসিয়াছি, তেমনি একটি গভীর প্রীতিকে তোমরা পরস্পরের প্রতি রক্ষা করিয়া চলিয়ো। আমি আর

তোমাদের প্রভু নই—ভৃত্য তো প্রভুর সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধে যুক্ত হয় না—আমি তোমাদের বন্ধু। দেখ, আমি যদি তোমাদের সকলের নীচের জায়গা লইয়া সকলকে মানিয়া চলিতে কুণ্ঠা বোধ না করি, তোমাদের তাহা হইলে আরও কত উচিত হইবে পরস্পরের অধীন হওয়া।”

সকলেরই হৃদয় দ্রব হইয়া গিয়াছিল—তাহারা যিশুকে ঘিরিয়া বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

যিশু তাহাদের সকলকে ঘুমাইতে বলিয়া একলা সেই বাগানে জলপাইএর পর্ব্বত মধ্যে তাঁহার প্রিয় কুঞ্জে বিনিদ্র হইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। জুদাস এই জায়গারই খবর দিয়া আসিয়াছিল। দুএকজন শিষ্য তাঁর সঙ্গে ছিল। গভীর রাত্রে কোটালগণ রোমক সৈন্য সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। যিশু অত্যন্ত সহজে তাহাদের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। দুএকজন শিষ্য বাধা দিবার চেষ্টা করায় তাহাতে তাঁহার নিষেধই জানাইলেন।

সেন্‌হেড্রিন্—পুরোহিত বিচার-সভায় যথারীতি তাঁহার বিচার হইল। জিহোভার বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছেন, আচারকে ভঙ্গ করিয়াছেন, প্রচলিত ধর্ম্মকে অপমানিত করিয়াছেন, ইত্যাদি নানা অভিযোগে সকলেই তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া একবাক্যে স্বীকার করিল। ইহার দণ্ড মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু তখন রোমের প্রকিউরেটর অর্থাৎ

রাজপ্রতিনিধির হুকুম ব্যতীত প্রাণদণ্ড দিবার ক্ষমতা পুরোহিত সভার ছিল না।

তখন রোম হইতে যিনি শাসন করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল পন্টাস পাইলেট। রোমানরা ইহুদিদের ধর্ম্মবিশ্বাসে কোন বাধা দিতনা। তবে প্রাণদণ্ড দেওয়া তাহাদের নিজেদের বিচারাধীন ছিল

পাইলেট যিশুকে নিভৃতে ডাকিয়া সব জিজ্ঞাসা করিলেন। কেবল যদি ধর্ম্ম লঙ্ঘনের অভিযোগে যিশু অভিযুক্ত হইতেন, তবে তিনি তাঁহাকে নিশ্চয়ই বাঁচাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার শত্রুরা যিশু "ইহুদিদের রাজা" এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এই মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিল বলিয়া তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। রোমের তিনি প্রতিনিধি মাত্র।

ইহুদিরা যে যিশুকে মারিবে বলিয়া কৃতসংকল্প হইয়াছে তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি ছিলনা, রাজ-বিদ্রোহের অপবাদ সত্ত্বেও যদি তিনি যিশুকে ছাড়িয়া দেন, তবে নিজেদের রাগে তাহারা রোম পর্য্যন্ত দরবার করিবে, রোমের সম্রাট্ হয়ত সকল কথা ভাল করিয়া না বুঝিয়া পাইলেটকে সন্দেহ করিবেন এবং দণ্ড দিবেন।

যিশু সমস্ত বিচারের সময় কোন কথা বলিলেননা, আপনার ভিতরে আপনি নিবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

পাইলেট উন্মত্ত জনমণ্ডলীর হাতে যিশুকে সমর্পণ

করিলেন। তাঁহার মাথায় কাঁটার মুকুট পরানো হইল। পথে তাঁহাকে সহস্র প্রকারে অপমানিত করা হইল। ক্রুশে বিদ্ধ করিবার জন্য সকলেই তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল

ক্রুশে বিদ্ধ করা ছিল রোমের একটা বর্ব্বর শাস্তি। ক্রীতদাসদের ঐ রকম করিয়া শাস্তি দেওয়া হইত। ইহুদি নিয়মানুসারে ধর্ম্মবিরোধীদের প্রস্তর দিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইত। কিন্তু যিশুর জন্য সকলের চেয়ে কষ্টকর মৃত্যুদণ্ডই ইহুদিরা স্থির করিয়াছিল। তিনি কিনা সকলের দুঃখ একলা বহন করিতে আসিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সেই পরম দুঃখ ক্রুশে চিরকালের মত গাঁথা হইয়া থাকিল।

জেরুসালেমের বাহিরে গল্‌গথা নামক একটা জায়গায় তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হয় তখন দুপুর বেলা। ক্রুশে বিদ্ধ করিবার সময় যন্ত্রণার উপশমের জন্য এক প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করাইবার রীতি ছিল। যিশুকে তাহা দেওয়া হইল তিনি পান করিলেননা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ক্রুশের ছবি সকলেই দেখিয়াছ। প্রথমে হাতে পায়ে পেরেক ঠুকিয়া সেই কাঠের সঙ্গে শরীরকে আঁটিয়া দেওয়া হইত, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও ঐ ভাবে বাঁধা হইত। রক্ত পড়ার চোটেই মৃত্যু হইয়া যাইত—কেহ কেহ দুএকদিন

পর্য্যন্ত টিঁকিয়া থাকিত এমনও শোনা গিয়াছে। যিশু ক্ষীণকায় ছিলেন—তিন ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

মৃত্যুর সময় তাঁহার মোটে তেত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

ক্রুশের নীচে তাঁহার প্রতি ভক্তিমতী দুএকটি রমণী উপস্থিত ছিলেন কিন্তু যিশুকে কেহ কোন দুঃখ প্রকাশ করিতে শোনে নাই। কোন যন্ত্রণা যেন নাই। তাঁহার মুখ প্রসন্ন। তিনি যেন তাঁহার অগাধ হৃদয়ের পরিপূর্ণতার সাগরের মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিলেন—সমস্ত যন্ত্রণাকে তাহারি সুধা একেবারে ভুলাইয়া দিয়াছিল।

মৃত্যুর সময় কেবল তিনি বলিলেন—শেষ হইয়াছে! শেষ হইয়াছে! জীবন শেষ হইয়াছে নয়—যেজন্য আসা তাহা শেষ হইয়াছে।

পৃথিবীতে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যে প্রেমের সম্বন্ধ অন্তরের সম্বন্ধের কথা ঘোষণা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে তাহা শেষ হইয়াছে, পৃথিবীতে যদিচ তাহা শেষ হয় নাই। রোম ভাঙিয়া গেল, তাহার প্রবল প্রতাপ অবসান হইল, যিশুর ধর্ম্ম বর্ব্বরদের জ্ঞান দিল, সভ্যতা দিল, মধ্যযুগের চর্চ্চকে গির্জ্জাকে গড়িয়া তুলিল। পোপ এবং পাদ্রীরা মিলিয়া যিশুর প্রতিনিধি হইয়া মানুষকে সমস্ত পার্থিব বাসনা হইতে মুক্ত করিয়া অতীন্দ্রিয় লোকের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাহাতে বিকৃতি আসিয়া পড়িল, ধর্ম্ম শুষ্ক আচার মাত্রে পরিণত হইল। ধর্ম্মের নামে কত রক্ত সেচন কত নিষ্ঠুরতা রোমে হইল স্পেনে হইল। আবার তাহাকে নূতন করিয়া জাগাইবার জন্য ষোড়শ শতাব্দীতে সংগ্রাম হইল, ধর্ম্মকে ব্যক্তি বিশেষের অধিকার হইতে বিমুক্ত করিয়া সকলের আপনার জিনিস স্বাধীন জিনিস করিবার প্রয়াস হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের প্রভাবে সে ধর্ম্ম আবার নির্ব্বাপিতপ্রায় হইল। এখন আবার তাহাকে নূতন করিয়া অন্তরের মধ্যে, সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তার মধ্যে অমৃতের উৎসের মত পাইবার জন্য মানবচিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

যিশুর পরিপূর্ণ আত্মত্যাগের ছবি, পরিপূর্ণ প্রেমের বাণী সমস্ত মানুষের চিত্তের ভিতর হইতে কেবলি আমাদের একটি শেষের দিকে একটি পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। যুগের পর যুগ যাইতেছে, এই খৃষ্টধর্ম্মের কত উত্থান কত পতন হইল, কত বিকার কত মৃত্যু ঘটিল, কিন্তু খৃষ্ট সমস্ত মতামত, সমস্ত বাদবিসম্বাদের ঊর্দ্ধে জাগিয়া রহিয়াছেন, তিনি সকলেরি অন্তরের মধ্যে বসিয়া একটি মাত্র কথা বলিতেছেন "Be ye perfect as thy Father which is in Heaven is perfect" তোমার পিতা যেমন সম্পূর্ণ তেমনি পরিপূর্ণ হও।